Cambridge International Examinations
Cambridge Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2014**

1 hour 30 minutes

No Additional Materials are required.

6969653851

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO **NOT** WRITE IN ANY BARCODES.

Answer **all** questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

This document consists of **9** printed pages, **3** blank pages and **1** insert.

DC (SJF/JF) 85756/5
© UCLES 2014

[Turn over

Section A
বিভাগ : ক

A1 Separation/Combination of Words [10]

সন্ধিবিচ্ছেদ / সন্ধি

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ কর। প্রদত্ত উত্তরপত্রে তোমার উত্তর লেখ।

1 স্বাগত

2 পরিচ্ছেদ

3 সম্মান

4 চতুর্দিক

5 উল্লাস

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs [10]

বাগধারা, প্রবচন, জোড়া শব্দ

নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা, প্রবচন/জোড়া শব্দটি অথবা সঠিক উত্তরের নম্বরটি উত্তরপত্রে লেখ।

6 ছাত্রদের বিক্ষোভ রুখতে আজ জরুরী সভায় আমাকে ডাকল কেন, আমি তো কারও ______।

7 আমার প্রয়োজনে এটুকু সাহায্য করতে পারলে না তো, মনে রেখো ________ ।

8 অত _________ থাকলে কী হবে, সে একেবারে হাড়কিপটে!

9 সারা বছর লেখাপড়া না করে এখন শিক্ষকের দোষ দিচ্ছ, _________ তো হবেই।

10 চাকরিটা কিন্তু ________ নয় যে পরীক্ষা পাশ করলেই পেয়ে যাবে, কিছু দক্ষতারও দরকার।

(1) লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

(2) অর্ধচন্দ্র

(3) এক মাঘে শীত যায় না

(4) ছেলের হাতের মোয়া

(5) ঢাকঢাক-গুড়গুড়

(6) ধনদৌলত

(7) নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা

(8) সাতেও নেই পাঁচেও নেই

(9) ডুবে ডুবে জল খাওয়া

(10) ঝাঁকের কৈ

A3 Sentence Transformation [10]

বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে ***সম্পূর্ণ বাক্যটি*** *এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়।*

11 তুমি যে বইটা লিখেছিলে সেটাই এবার পুরস্কার পেয়েছে।
তোমার ________________________________ ।

12 স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কিছু শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন।
________________________________ ছিলেন না।

13 তার কূট-কৌশলের কথা জানতে আর কেউ বাকি নেই!
________________________________ জানে।

14 সত্যি কথা বললে কিন্তু শাস্তি পাবে না।
________________________________ হবে।

15 মা বললেন, "আগামী বুধবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস।"
মা বললেন ________________________________ ।

© UCLES 2014

A4 Cloze Passage [20]

ক্লোজ পরিচ্ছেদ

এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

শিরদাঁড়ায় কাঁটাযুক্ত গাছ যা 'বুনো উদ্ভিদ' প্রজাতিভুক্ত তাকে চলতি বাংলায় ফণীমনসা বা ত্রিশিরা মনসা বলা হয়। এই ফণীমনসা **16** পাতার প্রধান **17** হল পাতাগুলোর কাঁটায় রূপান্তরিত হওয়া। আমাদের দেশে **18** ধরণের ফণীমনসা দেখা যায়। খুব **19** যত্নে এমনকী একেবারে অযত্নেও এদের চাষ করা যায় বলে বাগানবিলাসীদের কাছে ফণীমনসা **20** পছন্দের। এছাড়া অন্দরসজ্জাতেও এর **21** নেই।

আলো ঝলমলে, মুক্ত বায়ু চলাচলের উপযোগী ঘরে এবং মোটামুটি শুকনো **22** ভর্তি টবে ফণীমনসার গাছ **23** যায়। বীজ থেকে **24** ফণীমনসা চাষ করা যায় ঠিক তেমনই গাছের গা থেকে **25** গাঁট দিয়েও নতুন গাছ তৈরি করা সম্ভব। এর গাঁট কেটে বালিতে পুঁতে রাখলে অনায়াসেই চমৎকার গাছ হয়।

(1)	লাগানো	**(6)**	বেশ	**(11)**	বেরনো
(2)	মোটেই	**(7)**	যেমন	**(12)**	তরল
(3)	কম	**(8)**	গাছের	**(13)**	বিচিত্র
(4)	সহজ	**(9)**	মাটি	**(14)**	মূল
(5)	বৈশিষ্ট্য	**(10)**	মাঠ	**(15)**	তুলনা

© UCLES 2014

BLANK PAGE

TURN OVER FOR SECTION B

Section B

বিভাগ : খ

নিবন্ধটি ভালভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মেঘের রাজ্য শিলং

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় হাজার মিটার উচ্চতায় পরিপাটি, দূষণহীন, চোখজুড়ানো শৈলশহর শিলং। অতীতে এটা ছিল অসম রাজ্যের রাজধানী। মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সুন্দরী শিলং এখন মেঘালয়ের রাজধানী শহর। এই শহরের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ও মনোরম আবহাওয়া সারাবছরই পর্যটকদেরকে টানে। মেঘ, বৃষ্টি, পাহাড়, ঝর্ণা আর নানারকম অর্কিডশোভিত এই শহর একসময় ব্রিটিশদের কাছে ছিল *'স্কটল্যান্ড অফ দি ইস্ট।'* এই শিলং পাহাড়ের সঙ্গে বাঙালির আত্মিক যোগাযোগ যেন নিবিড়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র প্রেক্ষাপট এই শিলং পাহাড়। তাঁর বসতবাড়ি 'মালঞ্চ' আজও অনেকের কাছেই দ্রষ্টব্য।

১৮৯৩ সালে অসমের তদানীন্তন চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড তৈরি করেন উইলিয়াম লেক। প্রায় পাঁচ বর্গ কিমি পাহাড়ঘেরা মাঝে দ্বীপসহ বিশাল এই জলাশয় - শহরের প্রাণকেন্দ্র। এখানে নৌকাভ্রমণ খুবই উপভোগ্য। ইংরেজদের তৈরী পাইন গাছে ঘেরা সবুজ মখমলের মতো ঘাসে ঢাকা '*আঠারো হোল গল্‌ফ কোর্স*' দেশের সেরা কোর্সগুলির মধ্যে অন্যতম। এই শহরের অদূরে এখানকার সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত *এলিফ্যান্ট ফল্‌স* সকলকে মোহিত করে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে পৌছানো যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে আছে অজস্র জানা অজানা গাছের বিস্ময়। এছাড়া অনেকের কাছেই প্রধান আকর্ষণ বাটারফ্লাই মিউজিয়ামে কাঁচের শো-কেসে রাখা প্রজাপতি এবং কীটপতঙ্গের বিশাল সংগ্রহ। শহরের বাইশ কিমি দূরে জঙ্গলে ঢাকা মফলং শহরে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য বিরল প্রজাতির অর্কিড।

শিলং শহরের অদূরেই রয়েছে খাসি পাহাড়। খাসি সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হল স্মিত গ্রাম। এই পার্বত্য গ্রাম খাসি রাজ্যের রাজধানী। এর প্রধান আকর্ষণ প্রতিবছর নভেম্বর মাসের শুরুতে পালিত ধর্মীয় উৎসব *পোমব্লাং নংক্রেম।* বাদ্যের তালে তালে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা স্বর্ণালঙ্কার ও রঙিন পোশাকে শরীর দুলিয়ে নেচে মাতিয়ে তোলে পার্বত্য অঞ্চলের আকাশ-বাতাস। এই উৎসবে উপস্থিত থাকেন রাজা, রাজপুরোহিত, রাজার অতিথিবর্গ এবং সাধারণ লোকজন।

শিলং থেকে ৫৬ কিমি দূরে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত ঝর্ণা ও নদীঘেরা চেরাপুঞ্জি একসময় অতিবৃষ্টির জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে সারাবছরে গড়ে বৃষ্টি হত প্রায় ১২০০০ মিমি। এর খুব কাছেই অবস্থিত চেরাপুঞ্জির প্রতিদ্বন্দ্বী মৌসিনরাম। গত কয়েকবছরে মৌসিনরামে চেরাপুঞ্জির থেকেও বেশি বৃষ্টি হচ্ছে বলে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মৌসিনরাম এখন বিশ্বখ্যাত।

মেঘ-বৃষ্টির খেলা অবিরত চলতেই থাকে শিলঙে। মেঘেরা যখন খুশি যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। কখনও পাহাড়ের গায়ে, কখনও রাস্তায় লোকজনের সাথে, কখনও বা গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, আবার কখনও রাস্তার নিচে গভীর খাদে। এখানকার বিখ্যাত জলপ্রপাতগুলোকেও কখনও সখনও আড়াল করে ফেলে একরাশ মেঘ। আঁকাবাঁকা চড়াই উতরাই পাহাড়ি পথে নদীর স্বতঃস্ফূর্ততা, অসংখ্য ঝর্ণার বিহ্বলতা, বিরল গাছপালা ও ফুলের জঙ্গলে বাউণ্ডুলে মেঘেদের লুকোচুরি খেলা এখানে যেন তৈরি করে এক দুর্লভ ইন্দ্রজাল।

B5 MCQ Comprehension [14]

বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

*প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের **সংখ্যাটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

26 ব্রিটিশদের কাছে কোন জায়গাটি *'স্কটল্যান্ড অফ দি ইস্ট'* বলে পরিচিত?

(1) মেঘালয় রাজ্য।
(2) মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলং শহর।
(3) অসম রাজ্যের বর্তমান রাজধানী শহর।
(4) অসম রাজ্য।

27 শিলং শহরে সারাবছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে, কারণ -

(1) এখানে খুব বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়।
(2) এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাড়ি মালঞ্চ অবস্থিত।
(3) এখানকার দূষণমুক্ত মনোরম আবহাওয়ায় অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করা যায়।
(4) এখানে 'শেষের কবিতা' লেখা হয়েছিল।

28 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন তথ্যটি সঠিক?

(1) শিলং শহরের উইলিয়াম জলাশয়ে নৌকা চালানো নিষিদ্ধ।
(2) শিলং শহরের কাছেই আছে সবচেয়ে বড় ও সুন্দর জলপ্রপাত *এলিফ্যান্ট ফল্‌স।*
(3) বাটারফ্লাই মিউজিয়ামটি সারাদেশে প্রজাপতি ও কীট পতঙ্গের একমাত্র সংগ্রহশালা।
(4) শিলং এর 'আঠারো হোল' গল্‌ফ কোর্স দেশের মধ্যে বৃহত্তম।

29 এই নিবন্ধে মফলং শহর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

(1) এখানে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে।
(2) বিখ্যাত উইলিয়াম লেক এই শহরে অবস্থিত।
(3) এখানে অনেক দুর্লভ জাতের অর্কিড জন্মায়।
(4) এই শহরে নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

30 তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে স্মিত গ্রাম কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

(1) এখানে খাসি-সংস্কৃতির প্রধান ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয় তাই।
(2) খাসিদের নাচে-গানে সারাবছরই এখানকার আবহাওয়া মুখরিত থাকে বলে।
(3) স্মিত গ্রাম মেঘালয়ের রাজধানী শহর বলে।
(4) স্মিত গ্রামের অধিবাসীরা সারাবছর রঙিন পোশাক পরে থাকে তাই।

31 মৌসিনরামকে চেরাপুঞ্জির প্রতিদ্বন্দ্বী বলা হয়, কারণ -

(1) চেরাপুঞ্জি আর মৌসিনরামের অবস্থান পাশাপাশি।

(2) মৌসিনরামে গড় বৃষ্টিপাতের হার এখন চেরাপুঞ্জির চেয়েও বেশি।

(3) চেরাপুঞ্জির তুলনায় মৌসিনরামে অনেক বেশি ঝর্ণা ও নদী রয়েছে।

(4) মৌসিনরামে পর্যটকদের ভিড় চেরাপুঞ্জির চেয়ে বেশি।

32 শেষ অনুচ্ছেদে এই শৈলশহর শিলংকে 'মেঘের রাজ্য' আখ্যা দেওয়া হয়েছে কেন?

(1) এখানকার জলপ্রপাতগুলোকে মেঘেরা সবসময় ঢেকে রাখে তাই।

(2) এই শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ মেঘেদের আকৃষ্ট করে বলে।

(3) এখানে মেঘ ছাড়া অন্য কিছু দেখার নেই বলে।

(4) যেথায় খুশি যখন তখন মেঘেদের অবাধ আনাগোনা চলতেই থাকে তাই।

© UCLES 2014

BLANK PAGE

TURN OVER FOR SECTION C

© UCLES 2014

Section C

বিভাগ গ

নিচে দেওয়া নিবন্ধটি ভালভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখ।

রিকশা শিল্প

ঘোড়ায় টানা গাড়ির অনুকরণে তৈরী রিকশা আমাদের দেশে যেমন বহুল প্রচলিত তেমনই সহজলভ্য। এই স্বল্প ভাড়ার রিকশার সুবাদে আমাদের হাঁটার কোনও প্রয়োজন হয় না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি বা রাস্তার মুখে এলেই রিকশাচালক আসন থেকে নেমে ঘন্টিটা বাজিয়ে সামনে এসে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এই দূষণমুক্ত রিকশা সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে। গন্তব্যস্থল ঠিক করে সুস্থির হয়ে বসা মাত্রই চালক তার শরীরের সমস্ত ভর পেডালের উপর দিয়ে উঁচু-নিচু, কাঁচা-পাকা, কোথাও বা সরু রাস্তা ধরে সময় এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলে।

এই রিকশাকে বর্ণোজ্জ্বল এবং আরামদায়ক করে তুলতে মালিকরা বেশ সচেষ্ট। মালিকের মন জয় করার জন্য এই রিকশাকে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রস্তুতকারকরা প্রতিযোগিতায় নামে। ঠিক একইভাবে রিকশার মালিকরাও সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় রিকশাগুলো নিজের অধিকারে আনার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মালিক নিজের পছন্দমতো সাজসজ্জায় রিকশা তৈরি করার জন্য মিস্ত্রী নিযুক্ত করে। মিস্ত্রীদের কারখানায় শিল্পীরাও একইসঙ্গে রঙতুলির কাজ শুরু করে দেয়। এই রিকশার বিভিন্ন অংশ পুনঃআবর্তিত উপাদানে তৈরি হয়। সাধারণত রান্নার তেলের ড্রাম কেটে এনামেল দিয়ে রঙ করা হয় রিকশার পিছনের বোর্ড আর পা-দানি, এটাই শিল্পীর প্রধান ক্যানভাস। এছাড়া যাত্রীর আসন, হাতল, হুড থেকে শুরু করে চালকের আসন, ঘন্টি, চাকা, পিছনের বোর্ড সবটাই রঙীন প্লাস্টিক, ফুল ও ঝালর ইত্যাদির আবরণে বেশ ঝলমলে হয়। শিল্পীরা তাদের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে একে আরও স্বতন্ত্র এবং চমকপ্রদ করে তোলে। চিত্রগুলি মালিকের চাহিদা অনুযায়ী হলেও কখনও বা শিল্পীর অসাধারণ সব কল্পনা তাদের হাতের পরশে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এই ভ্রাম্যমান পথশিল্প যাতে দ্রুত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর জন্য শিল্পীরা উজ্জ্বল রঙে বিশেষ বার্তাবাহী নাটুকে চিত্রগুলো জমকালোভাবে উপস্থাপন করে। ছবিগুলো অনেকসময়ই সমসাময়িক বিষয় বা অনুভূতি বহন করে। এই চিত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানের এবং বাণিজ্যিক। এগুলো হাতে আঁকা হয় বলে খুব শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ, সেই তুলনায় পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম।

শহুরে রিকশায় প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে শুরু করে অজস্র গাড়ি আর আকাশচুম্বী ইমারতে ঠাসা সমৃদ্ধশালী শহরের ছবি দেখা যায় যেমন - স্বপ্নের সুন্দর বাড়ির সামনে রাখা চোখধাঁধানো বিলাসী গাড়ির চিত্র। সুপার হিট সিনেমার নায়ক বা নায়িকার ছবি তো খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া পশুপাখিদের মানুষের মতো কথা বলা এবং গান গাওয়ার চিত্রেরও বেশ প্রচলন দেখা যায়। কখনও আবার যাত্রীর আসনে বসে বিশালাকৃতির সিংহ গর্জন করছে আর চালকের আসনে হাল্কা-পাতলা গড়নের হরিণ অথবা একটি বাঘ গরুকে খেয়ে ফেলছে, এসব বার্তাবাহী চিত্রগুলোর সকৌতুক পরিবেশন সহজেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

অন্যদিকে গ্রামগুলোতে ধর্মীয় কারণে এই শিল্পে সবুজ রঙের আধিক্য দেখা যায়। এখানে নিপাট গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের পাশাপাশি ঘরবাড়ি, লতাপাতা, গাছপালা, ফুলের চিত্র, তাজমহল, চাঁদ-তারা বা আরবি চারুকলা সাধারণ শিল্পীদের হাতের নৈপুণ্যে হয়ে ওঠে অনন্য। হালে রুপোলি পর্দার তারকাদের ডিজিটাল ছাপা ছবির সহজলভ্যতা ও পিছনের বোর্ডে এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং বড় শহরে অন্যান্য যানবাহন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় রিকশার চাহিদা কমে যাচ্ছে বলে এই শিল্প আজ হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া মালিকদের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে মানসম্মত পারিশ্রমিক না পাওয়া দূষণহীন রিকশা শিল্পের অগ্রগতি রোধ করছে। কিন্তু ছোট ছোট শহর বা গ্রামগুলোতে আজও দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই শিল্পের মহিমা বেশ চোখে পড়ে।

© UCLES 2014

C6 OE Comprehension [36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন
এখন বাংলায় যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

33 রিকশা আমাদের দেশে এত জনপ্রিয় কেন? **চারটি** উদাহরণ দাও।

34 রিকশাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়? **চারটির** বিবরণ দাও।

35 চলমান এই রিকশা শিল্পের কী কী বিশেষত্ব? **চারটি** উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

36 শহরের রিকশায় কোন চিত্রগুলোর প্রচলন বেশি দেখা যায়? **চারটির** উল্লেখ কর।

37 গ্রামের রিকশাচিত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী **চারটি** উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

38 'রিকশা শিল্প আজ হুমকির সম্মুখীন' এই উক্তির সপক্ষে **চারটি** কারণ দেখাও।

C7 Vocabulary [10]

শব্দার্থ
উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

39 উপেক্ষা

40 দ্রুত

41 কল্পনা

42 জনপ্রিয়

43 অনন্য

End of Paper

© UCLES 2014

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.